'বাংলাদেশের আইটি শিক্ষা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা

বাজারে অনুপযোগীতা, সিলেবাস সমস্যা, ইংরেজিতে দুর্বলতা, সর্বোপরি নীতি-নির্ধারক মহলের সঠিক সিদ্ধান্ত এবং নিয়ন্ত্রণের অভাবে বাংলাদেশে আইটি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সম্ভব হয়নি, যদিও বর্তমান সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা একটি অনস্বীকার্য বিষয়।

গত ৭ জুন নিউরাল-সিসটেক যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশের আইটি শিক্ষা' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। আইটি-কম-এর সহায়তায় গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার মোঃ মোক্তার হোসেন, দৈনিক জনকণ্ঠের সহকারি সম্পাদক, সাংবাদিক আবীর হাসান, বিসিএস কম্পিউটার সিটির আহ্বায়ক ও কম্পিউটার ব্যবসায়ী আহমেদ হাসান জুয়েল, সিসটেকর সিইও, কম্পিউটার বিষয়ক বাংলা বইয়ের লেখক মাহবুবুর রহমান এবং বাংলাদেশে বিদেশী শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিউরাল সিস্টেমস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহমুদ জুবায়ের। বিভিন্ন সম্পূরক প্রশ্ন এবং পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বেলাল আহমেদ ও আব্দুল্লাহ আল আমিন।

> **নানা সমস্যার পাশাপাশি আমাদের দেশেও মেধা আছে, ভালো প্রতিষ্ঠান আছে। শিক্ষা, অভিজ্ঞতার চর্চাও চলছে কিন্তু বাজার তৈরি হচ্ছে না, চাকরির স্বল্পতা। বাজার তৈরির দায়িত্ব সরকারের। বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসলেও বড়ো কাজটি সরকারের করার কথা...**

আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ মোক্তার হোসেন পাবলিক ইউনিভার্সিটি এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর মেধার বিষয় তুলে ধরে বলেন, পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ কম বিধায় সামান্য সংখ্যক শিক্ষার্থীই ভালো করছে। শুরুতে শিক্ষাপ্রার্থীদের মেধা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং চর্চার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ও মান থাকায় হাতে গোনা কিছু শিক্ষার্থীই প্রকৃত পেশাজীবী হতে পারছে। অন্যদিকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে সেই সব শিক্ষার্থী যারা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ পায়নি। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান অনুযায়ী হচ্ছে শিক্ষার চর্চা। মেধা এবং জ্ঞানের সঙ্গে যেহেতু পেশাগত ব্যাপারটি জড়িত তাই বাড়ছে না বাংলাদেশের আইটি শিক্ষা।

আবীর হাসান আইটি শিক্ষা প্রসারে দায়িত্বশীলদের ব্যর্থতা, আইটি শিক্ষা বাণিজ্যে মন্দা ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপর তার মতামত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সর্বক্ষেত্রে মন্দা, তাই আইটি শিক্ষাক্ষেত্রে মন্দা বিষয়টি এমন নয়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দা চলছে। এজন্য কয়েক বছর আগেও যেমন আইটি বা আইটি শিক্ষা নিয়ে উৎসাহ ছিল বর্তমানে তা নেই। এজন্য তিনি নীতিনির্ধারক মহল, শিক্ষক, শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, গোটা বিশ্ব যেখানে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আইটি ক্ষেত্রে পরিবর্তিত তথা উন্নত হচ্ছে আমরা তখন নানা জটিলতার শিকার হয়ে পড়ে আছি। আমরা যারা পুরো আইটি ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত তারা কিন্তু জানতাম যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে জরুরি ছিল কম্পিউটারকে ব্যবহারের দিকে নিয়ে যাওয়া। বলা হতো, ভালো ইংরেজি জানা দক্ষদের জন্য কম্পিউটার। এটিকে সর্বক্ষেত্রে বহুমুখীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে গোটা বিশ্বে, তা আমরা এড়িয়ে গেছি ইচ্ছা করে। ফলে আইটি লিটারেসি বাড়েনি সেভাবে।

কম্পিউটার বিষয়ক বাংলা প্রকাশনা বাংলাদেশের আইটি শিক্ষা ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করছে?- এমন এক প্রশ্নের জবাবে আইটি বিষয়ক লেখক ও প্রকাশক মাহবুবুর রহমান প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত অবস্থায় সরাসরি ছাত্রদের সঙ্গে মিশে আইটি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো হয় তার বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি ভাষাগত সমস্যার বিষয়টিকে বড়ো সমস্যা হিসেবে মন্তব্য করেন এবং বলেন, ইংরেজিতে দুর্বলতার কারণে অনেক শিক্ষার্থীই শিক্ষাবর্ষ শেষ করতে পারে না এবং মাঝপথে ঝরে যায়। অভিজ্ঞতা থেকেই বাংলা কম্পিউটার প্রকাশনীর শুরু। এবং আইটি শিক্ষাকে সহজ ও সাধারণের পর্যায়ে পৌছানোর ক্ষেত্রে বাংলা বই ব্যাপক ভূমিকা রাখছে যার প্রমাণ প্রকাশিত বইগুলোর ব্যাপক জনপ্রিয়তা। বাংলায় প্রকাশিত অনেক কম্পিউটার বিষয়ক বই আছে যা ইংরেজি বইয়ের চেয়ে ভালো। কারণ প্রায় সব বই-ই এখানকার উপযোগী করে লেখা।

বাংলাদেশে বিদেশী শিক্ষা প্রদান করছেন, আইটি প্রফেশনাল সৈয়দ মাহমুদ জুবায়ের সিলেবাস, সাবজেক্ট, মান নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, নানা সমস্যার পাশাপাশি আমাদের দেশেও মেধা আছে, ভালো প্রতিষ্ঠান আছে। শিক্ষা, অভিজ্ঞতার চর্চাও চলছে কিন্তু বাজার তৈরি হচ্ছে না, চাকরির স্বল্পতা। বাজার তৈরির দায়িত্ব সরকারের। বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসলেও বড়ো কাজটি সরকারের করার কথা। তিনি আরো বলেন, আইটি শিক্ষা ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা সে অর্থে নেই। সরকারিভাবে যদি ক্রাইটেরিয়া তৈরি করে মান যাচাই করে সাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়, তাহলে ভালোমন্দ বিচার করে মানুষ শিক্ষা গ্রহন করতো। যারা ভালো করছে না, তাদের প্রতি শিক্ষার্থীরা আগ্রহ হারাতো এবং প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যেতো অথবা মান উন্নয়নে সচেষ্ট হতো। আমরা এমনটি চাই। অপর এক সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, দেশে বসে মাত্র দুই আড়াই লাখ টাকা ফি দিয়ে আন্তর্জাতিক কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা যায়, এটি আমাদের কয়েকগুণ বেশি ফরেন কারেন্সি বাঁচিয়ে দিয়েছে। মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে যে তার প্রমাণ এনসিসি এডুকেশনের আওতায় গোটা বিশ্বে ৪০০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এক থেকে তিন নম্বরের মধ্যে। কম্পিউটার ব্যবহারকারী আহমেদ হাসান জুয়েল আমাদের আইটি শিক্ষার বাজার অনুপযোগী মন্তব্য করে বলেন, আইটি শিক্ষা একটি জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। এক সময় উৎসাহের কমতি ছিল না কিন্তু শিক্ষাটি প্রোডাক্টিভ না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

চাকরির বাজার উপযোগী শিক্ষা যদি না দেওয়া হয় তাহলে বেকারত্ব বরণ করতে কেউ আইটি নেবে না। বাজার তৈরির বিষয়টি এক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি মহলের যুগপৎ দায়িত্ব থাকলেও আজকের বাস্তবতা ব্যর্থতারই দায় বয়ে বেড়াচ্ছে।